দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ ... 2 0 FEB 2005 ...
পৃষ্ঠা - ৫ ... কলাম - ৭ ...

মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারী একই সঙ্গে মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠে। ১৯৪৮ সালে এ দাবী রূপান্তরিত হয় আন্দোলনে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন দাবী মেনে নেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিই ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলন নবরূপে সংগঠিত হয় এবং অচিরেই চূড়ান্ত আকার লাভ করে। সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল এবং মিছিল-সমাবেশ ঘোষণা করে। এ ছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আরও কিছু কর্মসূচী নেয়া হয়। ২০ ফেব্রুয়ারী সরকার এক মাসের জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। সরকারের এই পদক্ষেপ ঘৃতে অগ্নিসংযোগের কাজ করে। ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। এই গণজোয়ার প্রতিরোধে সরকার চণ্ড নীতির আশ্রয় নেয়। পুলিশ মিছিল-সমাবেশকারীদের ওপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ শাহাদতবরণ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারী এই হত্যা ও জুলুমের প্রতিবাদে গোটা প্রদেশ ফেটে পড়ে। আন্দোলন হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। শেষ পর্যন্ত সরকার নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন। ১৯৫৩ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদ দিবসরূপে পালিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সংগ্রাম ও রক্তদান বিশ্বের দেশ ও জাতিসমূহের ইতিহাসে বিরল। এ দেশের মানুষের এই নজিরবিহীন সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে ১৯৯৯ সালে। এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে একুশে ফেব্রুয়ারী যুগপৎভাবে মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে পালিত হচ্ছে। এটা এ দেশ ও দেশের মানুষের এক বিরাট অর্জন, এক বিশাল অহংকার। আমরা এবারের একুশে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে মহান ভাষা শহীদ ও ভাষা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ দেশের মানুষের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রভাব অপরিসীম। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এটা স্পষ্ট যে, ভাষা আন্দোলনের সড়ক ধরেই স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর এই আন্দোলনেরই চূড়ান্ত পর্বে সংঘটিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। এ সংগ্রাম চলছে, চলবে। অত্যন্ত পরিতাপের হলেও বলতে হচ্ছে, আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য মুছে দেবার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত অনেক দিন ধরেই চলছে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিনষ্টের ষড়যন্ত্রও সমান্তরালভাবে চলছে। বাংলাদেশকে 'সন্ত্রাসী', 'মৌলবাদী' রাষ্ট্র বানানোর কষ্ট-কোশেশ যেমন চলছে তেমনি একে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার অপতৎপরতাও চলছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সকল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়া। ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ এ ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। যারা রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে– তাদের অবনত-পদানত করার শক্তি কারো নেই।